দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

ইউজিসি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

কলেজগুলোকে ৬টি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বিন্যাসে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলোকে ৬টি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' নামে যে আইনটি করা হয়েছিল নতুন সরকার এসে তা স্থগিত করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী এই আইনটি যত দ্রুত সম্ভব পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করলে তিনি এ নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জটিলতা ও সমস্যা নিরসনে এখন থেকে জেলা সদরে পাঠ্য বই

৭ পৃঃ ৫ কঃ ৪

কলেজগুলোকে ৬টি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাপা ও তা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শুধু ঢাকায় বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করায় বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা হচ্ছে। এ কারণে বিভিন্ন জেলা শহরে পাঠ্য বই মুদ্রণ ও বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা ব্যক্ত করে ইউজিসিকে আরো স্বাধীনতা প্রদানের অনুরোধ জানান। তারা দেশের ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে জানান, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পৌনে দু'লাখ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, তার বিগত সরকারের (১৯৯৬-২০০১) আমলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে কোন প্রকার নীতিমালা ছাড়াই ক্যাম্পাসবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার মান উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে, উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবশ্যই সকল স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। বাজেটেও শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রায় এক হাজার গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ট্রাস্টের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করায় এসব ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এতে প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে। এদের পুনরায় শিক্ষা জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে তিনি এক সময় জেলা স্কুলগুলোর উন্নত শিক্ষা মানের কথা উল্লেখ করে বলেন, তার সরকার তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিটি উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত সরকারি স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, দেশের শিক্ষা মান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন। শিক্ষার মানোন্নয়নে মঞ্জুরি কমিশন যেনো আরো দেখভাল করে সে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকায় ৪৫টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন ঢাকায় আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অনুমতি দিতে আগ্রহী নয়। ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে মঞ্জুরি কমিশন অনুমতি দেবে বলেও তিনি জানান।

এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক হাজার অটিন কলেজ রয়েছে। যেগুলো তাদের মান ধরে রাখতে পারছে না, সেগুলোকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস স্নাতকোত্তর এবং গবেষণার কাজে ব্যবহার করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইউজিসি চেয়ারম্যানকে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাইয়ের জন্য অবিলম্বে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনেরও পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সমস্যা সমাধানে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

সাক্ষাৎকালে ইউজিসি প্রতিনিধিরা প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে সমবেদনা জানান।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান ও প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ড. এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, ড. মো. তাজুল ইসলাম, ড. আমেনা বেগম ও ড. আতফুল হাই শিবলী।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত কয়েকটি বই প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হয়।